উৎসর্গ

— চিত্রণ ভট্টাচার্য (আদি)

আমি মূলত বেঁচে ছিলাম দশম শ্রেণী পর্যন্ত!
আমি আমার কবিতাগুলো আমাকে বাঁচিয়ে রাখা
নিঃশ্বাসকে উৎসর্গ করলাম।
ধন্যবাদ, আমাকে এতদিন জীবিত রাখার জন্য!

তবু কিছু স্মৃতি এখনো ফেলে আসা বিকেলের মতো,
যেখানে রোদ মেশে কাঁচচুড়ির পাতায় নীরব কান্নায়।
আমি একদিন ভুলে যাবো, নাকি ভুলে থাকবো?
শব্দেরা জানে, কে ছিল আমার মনের গোপন অতিথি,
যার ছায়ায় আজও আমার কবিতারা বেঁচে থাকে!

তুমি মানে আর কেউ না —

— চিত্রণ ভট্টাচার্য (আদি)

তুমি!
কত ছোট একটা শব্দ
অথচ এতগুলা বছর ধরে এত আপন করে
নেওয়া মানুষটার একটা ডাকনাম।

নাম ধরে তো কমই ডাকা হতো
তুমি শব্দটাই তো ছিল
যতদিন ছিলাম তোমার সাথে ততদিন থাকব
তোমার স্মৃতি নিয়ে!

তারপর নাহয় দেখা যাবে যদি থাকি।

একদা

— চিত্রণ ভট্টাচার্য (আদি)

একদা ছিলাম বসে
নদীর ওই পাশে
একাকী ত্রিসন্ধ্যা পরে!

ওই পাড়ে তোমার বাটী
চাঁদের চেয়েও খাঁটি
দিয়েছিলে এক হাসি!

মঁলাম গো মঁলাম গো কেউ বাঁচা মোরে।

প্রেম নাকি বিরহ? — চিত্রণ ভট্টাচার্য

প্রতিদিন কত কি—ই না ভুলে যাই

— চিত্রণ ভট্টাচার্য (আদি)

মোরা প্রতিদিন দেখি কতই না রঙ্গিন
কত কি-ই না জুড়ায় চক্ষু
তাহা কি হয় কভু মোর?

কত কি-ই না ঘটে মোদের সাথে
কত কথাই না হয় কত বিষয়ে
সব কি থাকে মনে মোর?

কিন্তু তুমি আলাদাই কেউ,
এত কিছুর মাঝে তোমারে তো ভুলে যাই না!

অনন্যা

— চিত্রণ ভট্টাচার্য (আদি)

প্রেম নাকি আবার ফিরে এসেছে?

ওহে পথিক!
শুনো তো,
এটা কি ফাল্গুন?
বাহিরে কি কোকিলেরা ডাকিছে কুহু কুহু রবে?
তবে আজ হবে মোর অপেক্ষার অবসান!
সে তবে আজ আসিবে ফিরে
হারিয়েছি যারে পনেরো বছর হলো।

জানো সে কি বলেছিলো?
দেখো তুমি আমি আবার আসিব ফিরে কোনো
এক ফাগুন দুপুরে!

ঘোড়ার ডিম

— চিত্রণ ভট্টাচার্য (আদি)

মামা একটা প্রেম দিয়েন তো!
প্রেম নাকি বাজারে বিকানো হয়?
অনেক কামিয়েছি এটুকু যথেষ্ট তো?
প্রেমের দাম কত?
সে তো বলে গিয়েছিল আমার কাছে অর্থ নাই!
আজ দেখেন অনেক কামিয়েছি।
সব রেখে দেন কিচ্ছু লাগবে না
ওরে নিয়ে যাই তবে?

একটু প্রেম দিয়েন তো!
কি দিলেন এটা পাগল নাকি?
ঘোড়ার ডিম দিয়ে বোকা বানাচ্ছেন?
প্রেম আর ঘোড়ার ডিম কি এক হলো?

পণ্ডিতমশাই

— চিত্রণ ভট্টাচার্য (আদি)

ডেকেছিলেন পণ্ডিতমশাই?
ওরে নিয়ে এসেছিলাম।
ভিতরে আসব?
আমি কুলীন ব্রাহ্মণ্ সন্তান
ও নাহয় কায়েস্ত!
বেদ গীতা জ্ঞানে অনন্যা
পুরাণ উপনিষদ সে করিছে রপ্ত!

আমি তো ভিখারি
না জানি জ্ঞান না জানি ভক্তি
ও দেয় প্রতিদিন সন্ধ্যা-আরতি!
দিয়েন না ফিরিয়ে ওরে
খুব অভাগী সে।

বহিপীর

— চিত্রণ ভট্টাচার্য (আদি)

পীর বাবা বহিপীর
ঘাটেই বাঁধিছে নীড়,
সুঠাম দেহ মস্ত বীর
মুখে শান্তিবাণী কাঁধে তীর।

সুয্যিমামা অস্তপানে
এলো সবে বাবার তানে
মন্ত্র দিল বাবা কানে
কত উঠিল বাবাই জানে।

হইয়া দিক দিশাহারা
লাগাইল ফিরিবার তাড়া
লইয়া কানাকড়ি সঙ্গে যারা
ধাক্কা মেরে লুটল তারা।

খুকিমনা

— চিত্রণ ভট্টাচার্য (আদি)

খুকিমনা ডাকে তোরে,
ওই দেখ বুড়ো টি
পরে আছে অনাহারে।
যা না একবার,
বলে আয় কিছু কথা
হাত খানা ধরে তার।
বুক তার উদ্দাম,
দেহখানা হাড্ডিসার –
দুমুঠো ভাতের কি দাম!
কেউ নাই তার এই দুনিয়ায়
আপনজনের অভাব কত
ক্ষুধায় বুঝি তার পিলেটাই চমকায়।

ভুল হয়ে যাক ফুল

— চিত্রণ ভট্টাচার্য (আদি)

তোমার ভুলগুলো সব ফুল হয়ে
ঝরে পড়ুক আমাদের আঙিনায়।

আমি সেই ফুল কুড়িয়ে বলবো
ভালোবাসি তোমায়।

খোঁপায় গুজে দিব সযত্নে,
গভীর ভালোবাসায়।

প্রেম নাকি বিরহ? — চিত্রণ ভট্টাচার্য

মৃদু হাওয়ার দোলায়

— চিত্রণ ভট্টাচার্য (আদি)

মৃদু হাওয়ার দোলায়
তোমায় মনে পড়ে।
নীল আকাশে মেঘের ভেলায়
তোমায় মনে পড়ে।
বাতাসে দোলানো তোমার এলোকেশী চুল
যেন উঠানে ফুটেছে মাঠের ঘাসফুল,
তোমার কানে শোভা বাড়ানো ওই বেলীফুলের
দুল।
নিশিরাতে উড়ে আসা সেই দূতন্যায় কাক
যেন দিয়ে যায় আমার কানে তোমার প্রতীক্ষার
হাঁক।

অর্পিতা

— চিত্রণ ভট্টাচার্য (আদি)

ভালোবেসেছিলেন?
কিভাবে বুঝব?
আপনারে তো আমি ভুলি নাই!
মনে রেখেছেন বুঝি?
কথার ব্যারিক্যাডে মন পুলিশের গুলি
থমকো হাওয়ায় উদাস কোকিলের বুলি
ইহাই বুঝি স্বাধীনতা?
নাকি কেবলই প্রলাপ, অযুহাত?
ভালো আছি যেভাবে পাখিরা উড়ে অজানার
মাঝারে!
শুধুই জানিবেন ভালোবাসি।

মুর্ত্তি

— চিত্রণ ভট্টাচার্য (আদি)

ওহে তরুণ— বলি শোন
জন্ম তোর দেশের তরে
হও যেন উদ্দাম ঝড়,
দাও শ্লোগান বজ্রকন্ঠে
কিসের ভয়? উঠাও হাত বজ্রমুষ্ঠি করে!
নিজ দেশকে ভাবো আপন বাকিরা পর।

কি হারাবে? তোমার হারানোর কিছু নাই!
জাগো সর্বহারা। জাগো সর্বহারা।

প্রেম নাকি বিরহ? — চিত্রণ ভট্টাচার্য

স্বাক্ষর

— চিত্রণ ভট্টাচার্য (আদি)

সামনে কাগজ বাবুমশাই
দাও ছিঁড়ে! এরাই তোমার ভাইয়ের খুনি—
করোনা স্বাক্ষর।
এটা তোমার ভাইয়ের সম্পত্তি
লুটবে ওরা করোনা স্বাক্ষর।

কি এত অভাব তোমার?
আদর্শ বিকায়ে ক্ষমতা কিনছো?
এরা তোমায় বাচাঁবে না— তোমার ভাইকেও
দেয়নি
এদের কাগজে করোনা স্বাক্ষর।

প্রভাতী বর্ষণ

— চিত্রণ ভট্টাচার্য (আদি)

ঘুম ভাঙা প্রভাতে জানালার ফাঁকে চেয়ে দেখি,
বৃষ্টি, মেঘের অলস কোলে জড়িয়ে স্বপ্ন ফেঁকি।
ধূসর আকাশ নীরব ভাষায় জড়িয়ে ধরে মন,
ফোঁটার মৃদু শব্দে বাজে অতীত দিনের পুনর্জন।
শিশিরে ভেজা পল্লবে নুয়ে পড়া বেদনার শিহরণ,
বাতাসে ভেসে আসে হারানো স্মৃতির মধুর আহ্বান।
কে যেন ডাকে দূর কোথাও, মেঘের আড়ালে ঢাকা,
হৃদয় ঢেকে নেয় এক অনামিকা ব্যথার রেখা।
ছাতিমের ডালে জলকণা মুকুলের মত ঝরে,
বিস্মৃত দিনের স্মৃতি জাগে, অন্তরে অন্তরে।
কত অচেনা বেদনা বাজে এই ভেজা প্রভাতের সুরে,
মন কাঁদে নীরব এক চাওয়ায়, ভাষাহীন দুঃখের দ্বারে।
চোখের দৃষ্টিপথে ভিজে রাস্তা হারায় ধোঁয়াটে ছায়ায়,
কোন প্রিয় দিনের ছায়া যেন বৃষ্টির ফোঁটায় গায়।
জীবন চলে, বৃষ্টি নামে, হৃদয় ভেসে যায় স্রোতে,
নীরব আকাশ জানে শুধু—হারানো ব্যথার কত ঘটে।